ছুটে বেড়াচ্ছে আকাশে। মাঝে মাঝে সূর্যের কাছে চলে আসে। তখন তাকে দেখতে লাগে অনেকটা ঝাঁটার মতো। এমন একটা ধূমকেতুর কিছু অংশ বৃহস্পতির উপর আছড়েপড়েছিল।

সুনীল বলল— এমন হবে সেকথা কথা আগে থেকেই বোঝা যায়, তাই না?

— যায়। বৃহস্পতির উপর ওই ধূমকেতুটা পড়বে, একথা আগেই বলেছিলেন দুজন বিজ্ঞানী। শ্যুমেকার আর লেভি। তাঁদের নামে ওই ধূমকেতুর নামও হয়েছিল শ্যুমেকার-লেভি।

— এরপর এমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অনেক আগে জানা যাবে?

— আগে থেকে বোঝার জন্য কত গবেষণা চলছে! আমাদের চারপাশে আকাশের সবকিছু নিয়ে মহাবিশ্ব। এসব নিয়েই মহাকাশ বিজ্ঞান। তা নিয়ে বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। তোমরাও অনেকে করবে।

গুনে আর বলাবলি করে লেখো

কয়েকটা পূর্ণিমা আর অমাবস্যার রাতে আকাশের নক্ষত্র গোনো। চারজন করে দল করো। মনে মনে আকাশটাকে চার ভাগ (পূর্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ইত্যাদি) করো। এক একজন একটা ভাগের নক্ষত্র গোনো। তারপর লেখো।

তারিখ ও তিথি	কে আকাশের কোন অংশ দেখেছ	নক্ষত্রের সংখ্যা	নক্ষত্রের মোট সংখ্যা	গোনার সময় কী কী অসুবিধা হয়েছে

আমাদের মতটাও জরুরি

ফেরার পথে নতুন আলোচনা শুরু হলো। বড়ো হয়ে কে কী করবে? সুনীল বলল — আকাশ আর তারাদের বিষয়ে জানব।

আলি বলল — আমার ইচ্ছা কৃষি নিয়ে পড়া। পরিবেশ ভালো রেখে চাষ! কিন্তু বাড়ির সবাই বলে ডাক্তার হতে হবে।

আশা বলল — সূর্যের আলো দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা খুব দরকার। ওই বিষয় নিয়ে পড়ব আমি।

শিশুদের কয়েকটা অধিকার:

- বেঁচে থাকা
- খাদ্য ও পানীয় জল পাওয়া
- স্বাস্থ্য ভালো রাখা, অসুখ হলে চিকিৎসা পাওয়া
- অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ
- নিজের নাম, পরিচয় জানা ও প্রকাশ করা
- নিজের মত প্রকাশ ও আলোচনার স্বাধীনতা
- মারধোর বা মানসিক পীড়ন থেকে সুরক্ষা

নানাজনের নানারকম ইচ্ছা। জন বলল— আমার কী আর অত পড়া হবে! দাদা ক্লাস সিক্সের পর আর পড়েনি। কয়েক বছর একটা দোকানে ছিল। এখন ড্রাইভারি শিখেছে। আমারও ওইরকম কিছু একটা করতে হবে।

মৌমিতা প্রায়ই স্কুলে আসে না। সে বলল — কবে হঠাৎ দেখবি আমি আর আসছি না।

পরদিন ক্লাসে এসব কথা উঠল। জন, মৌমিতার কথাও হলো। দিদি সব শুনলেন। তারপর বললেন — বাড়ির লোকদের কথা শুনবে। তবে নিজের মতটাও বলবে। তোমাদের সে অধিকার আছে।

জন বলল — নিজের ইচ্ছার কথা বলা যাবে?

— নিশ্চয়ই। লেখাপড়ার বিষয়ে তো বলা যাবেই। ১৪বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করা তোমার অধিকার। তাতে বাধা দেওয়া বেআইনি!

মৌমিতা বলল — আমিও পড়ার কথা বলতে পারব?

— নিশ্চয়ই পারবে।

পুলক বলল — আমি কী পড়তে চাই তা বলব?

— তুমি কি ঠিক করতে পেরেছ? পরে যদি অন্যরকম মনে হয়?

— তখন সেটা বলব। কিন্তু এখন যা ভাবছি সেটা এখন বলব না?

আশা বলল — ‘তুই ছোটো, কী বুঝিস?’ এসব কথায় আমার রাগ হয়।

— সে কথা বলা ঠিক নয়। ছোটো হলেও তারা অনেক কিছু বুঝবে। ছোটরাই তো ভবিষ্যতের ভরসা। কবি নজরুল ইসলামের একটা কবিতা আছে। একটা ছোটো ছেলে তার মাকে কী বলেছে জানো?

কয়েকজন বলে উঠল — জানি দিদি। বলছে :

আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে
তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে।

— এই তো জানো। তাই বলছি, তোমরাই বুঝবে। পৃথিবীর পরিবেশ, জীবজগতের ভবিষ্যৎ সবই তোমাদের হাতে।

বলাবলি করে লিখে ফেলো

গত এক বছরের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে তুমি মত প্রকাশ করেছ। অন্যরা তাতে কী করেছে। এসব নিয়ে লেখো :

কোথায় ঘটেছে	কী বিষয়ে মত দিয়েছ	তোমার মত কী	সে বিষয়ে অন্যরা কী বলেছে	প্রাসঙ্গিক অন্য বক্তব্য

অরুণের ধান রোয়া

ধান রোয়ার সময় মাঠে খুব কাজ। অরুণের বাবা সকালে মাঠে চলে যাচ্ছেন। ফিরতে বিকেল। তাই স্কুলে যাওয়ার আগে অরুণের একটা কাজ হয়েছে। বাবার খাবারটা মাঠে পৌঁছে দেওয়া। খাবার দিতে গিয়ে অরুণ ধান রোয়া দেখল। ও ভাবল, আমি কি পারব কাজটা ? আমাদের মাঠে যেদিন কাজ হবে, সেদিন দেখব। বাবাকে বলল সেকথা।

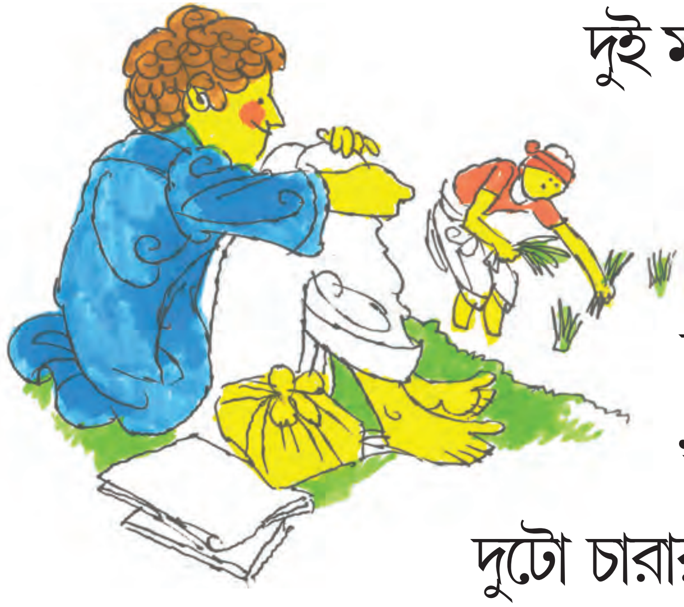

দুই মাঠে অরুণদের দুটো জমি। দুটোই এক বিঘে করে। রবিবারে একটায় ধান রোয়া হচ্ছে। অরুণ খাবার দিতে গিয়ে কিছু ধান রুয়ে দিল। খুব ভালো পারল। লাইন সোজা। দুটো চারার ফাঁক ঠিকঠাক।

রাতে বাবা বললেন— রোয়ার কাজ তো সবাই করতে পারে। কে ছোটো কে বড়ো দেখে না। দিন কয়েক স্কুল কামাই করে কাজ করবে? হাজারখানেক টাকা আয় হয়ে যাবে।

অরুণ ভাবল, টাকা তো দরকার। কিন্তু স্কুল কামাই করব কী করে! তাই বলল — স্কুলে বলে দেখি!

স্কুলে গিয়ে দিদিকে সব বলল অরুণ। দিদি বললেন — তোমার কী ইচ্ছা?

— স্কুল কামাই করতে একদম ভালো লাগে না।

— তাহলে স্কুলেই আসবে। আর একটা কথা। ছোটোদের কাজ

করিয়ে আয় করা বেআইনি। বাবাকে সে কথা বুঝিয়ে বলবে।

— পরের রবিবারে যদি নিজেদের আর একটা মাঠে করি?

— সেটা আলাদা কথা। তোমার ভালো লাগলে করতে পারো। কোনো কাজ তো আর খারাপ নয়। আর একদিন করলে শেখাটা আরো নিখুঁত হয়ে যাবে।

বলাবলি করে লিখে ফেলো

খেলাধুলা আর লেখাপড়া ছাড়া অন্য কী কী কাজ করো? এ বিষয়ে লেখো :

বাড়ির কোন কোন কাজ তুমি নিয়মিত করো?	বাড়ির কোন কোন কাজ মাঝে মাঝে করো?	বাড়ির কোন কোন কাজ করতে তোমার ভালো লাগে?

আমাদের দায়িত্ব

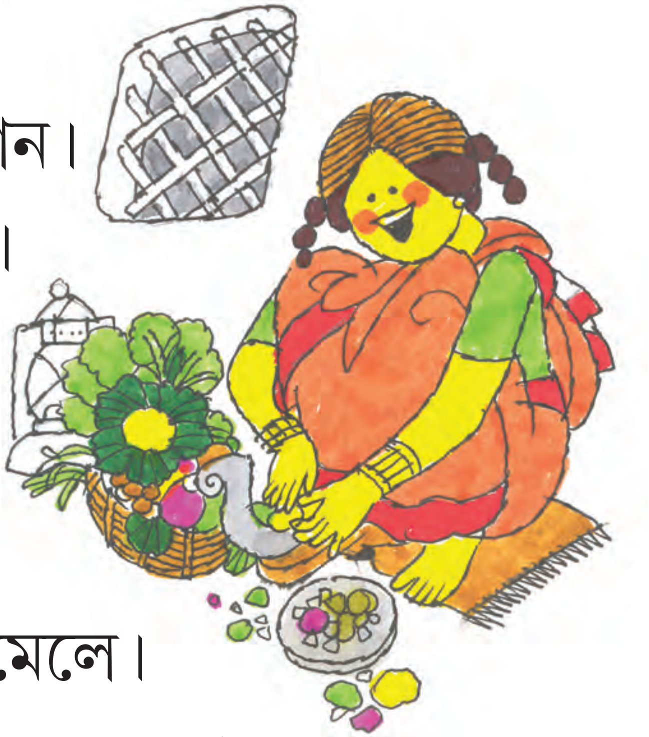

শম্পা আর শ্যামল দুই ভাইবোন। দুজনেই ক্লাস ফাইভে পড়ে। শম্পা সকালে উঠে বিছানা গোছায়। ময়লা জামাকাপড় সাবানজলে ভেজায়। রান্নার আনাজ কাটে। কাপড় কেচে মেলে। শ্যামলকে আর বাবাকে খেতে দেয়। তারপর নিজে খেয়ে স্কুলে বেরোয়। মা অঙ্গনওয়াড়ির কাজে আগেই বেরিয়ে যায়।

শ্যামল উঠতে দেরি করে। হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসে। দুই-একদিন দুধ আনে।

সেদিন ঘরে দুধ ছিল না। শ্যামল উঠতে দেরি করছে। শম্পা আনাজ কেটে হাত ধুয়ে সবে অঙ্ক নিয়ে বসেছে। মা ওকেই বললেন দুধটা আনতে। শম্পার রাগ হয়ে গেল। বলল — আমি তো এত কাজ করলাম। শ্যামলের কাজটাও আমি করব?

মা বললেন — জানিস তো ও একটু ঘুমকাতুরে। একবার ডেকেছি। উঠছে না।

শম্পা আর কিছু না বলে দুধের পাত্র নিয়ে চলে গেল। কিন্তু মনে খুব দুঃখ হলো।

স্কুলে গিয়ে আগে দিদিকে সব বলল। দিদি বললেন — আজ শ্যামল এসেছে তো? আমি বুঝিয়ে বলব।

ক্লাসে দিদি একটু ঘুরিয়ে ব্যাপারটা বললেন। দীপু আর দীপা। দুই ভাই-বোনের গল্প। দুধ আনার বদলে হলুদ আনতে বললেন।

তারপর শ্যামলকে প্রশ্ন করলেন — বলো দেখি, দীপু কি কিছু অন্যায় সুবিধা ভোগ করছে?

শ্যামল বলল — হ্যাঁ দিদি। দোকানে ওরই যাওয়া উচিত ছিল।

আলি বলল — শুধু তাই নয়। ওর সকাল সকাল ওঠা উচিত।

সাগিন বলল — জামাকাপড় সাবানে ভেজানোটা দীপু করতে পারে।

পুলক বলল — জামাকাপড়গুলোই বা কেচে মেলে দেবে না কেন? বোন কেন অত কাজ করবে?

দিদি বললেন — এই তো চাই। তোমরা এ যুগের মানুষ। এমনই তো তোমাদের ভাবনা হবে!

বলাবলি করে লিখে ফেলো

অনেক অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে অন্যদের চেয়ে বেশি পরিবারের কাজ করে। এমন যাদের দেখেছ তাদের কথা লেখো :

নাম ও পরিচয়	পরিবারের কী কী কাজ করে	কার চেয়ে বেশি কাজ করে	সে পরিবারের কী কী কাজ করে

বয়স্কদের সম্মান করো

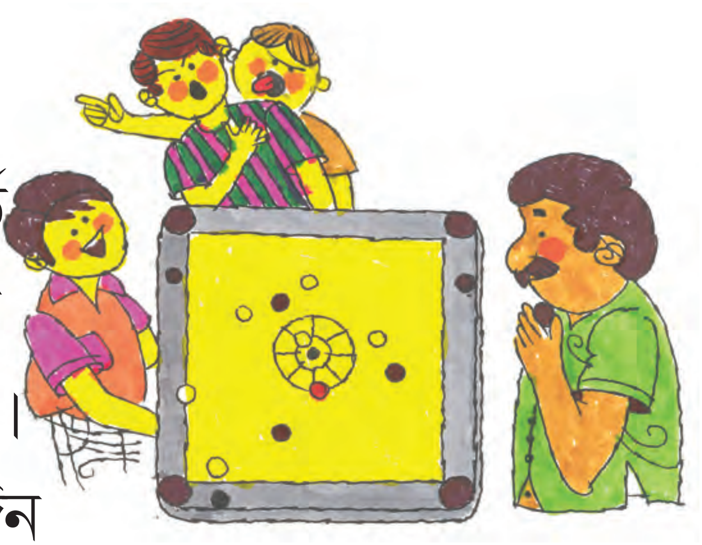

বলাইদের একটা ক্যারাম বোর্ড আছে। ওর ঠাকুরদার ছোটোবেলার। একদম মসৃণ। খেলার মজাই আলাদা। একদিন খেলা হচ্ছে। বলাইয়ের ঠাকুরদা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বলাইয়ের বন্ধু সুমিত। ওঁকে বলল — দাদু, খেলবে আমাদের সঙ্গে ?

উনি বললেন— আমি আর কি খেলব ? তোমরা খেলো।

কিন্তু সুমিত ওঁকে টেনে নিয়ে গেল।

বলাই বিরক্ত হয়ে বলল— দাদু খেলবে ? তোর জায়গা ছেড়ে দে !

কথা শুনে দাদুর দুঃখ হলো। ভাবলেন, কী অসভ্য হচ্ছে! বলে কোনো লাভ হয় না। যদি আগের মতো খেলতে পারি তাহলে ওর শিক্ষা হবে !

দাদু খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভালো খেলতে পারলেন না। বলাই বলল — এই তোমার দোষ। হাত কাঁপছে। তাও খেলবে !

উনি এবার চলে গেলেন। সুমিতও সঙ্গে গেল। তাঁর ছোটোবেলার কথা শুনতে চাইল। তাতে ওঁর একটু ভালো লাগল।

পরদিন স্কুলে সুমিত দিদিকে এসব জানাল। দিদি বললেন — ঠিক আছে। আমি দেখছি।

ক্লাসে দিদি একটা গল্প বললেন। বয়স্কা এক মহিলা। আগে ভালো রাঁধতেন। এখন খুব ভুলে যান। তরকারিতে দু-বার নুন দিয়ে ফেলেন। তাঁকে ঠাট্টা করছে ছোটোরা।

গল্পটা শুনে সবাই বলল — বয়স হলে এমন হতে পারে। কিন্তু তাঁকে অসম্মান করা অন্যায়।

দিদি বললেন — ঠিক বলেছ। সবাই বাড়ির বয়স্কদের সম্মান করো তো?

কয়েকজন ‘হ্যাঁ’ বলল। কয়েকজন মাথা নীচু করে বসে রইল।

দিদি বললেন — বুঝেছি। কেউ কেউ হয়তো বাড়িতে একটু ভুল করেছ। এখন থেকে আর যেন ভুল না হয়।

রুবি বলল — আমার দাদুর যখন আরো বয়স হবে তখন হয়তো অনেক কিছু ভুলে যাবে। তা বলে তাঁকে অসম্মান করব?

— কখনই করবে না। আলাদা করে বাড়িতে দুটো দিবস পালন করতে পারো। ১৫ জুন বিশ্ব বয়স্ক অবমাননা প্রতিরোধ দিবস। আর ১অক্টোবর বিশ্ব বয়স্ক দিবস।

মুজিবর বলল — পালন করব। এই দু-দিন তাঁদের কাছে তাঁদের ছোটোবেলার গল্প শুনব। তাঁরা আনন্দ পাবেন।

বলাবলি করে লিখে ফেলো

একজন বয়স্ক বা বয়স্কাকে কীভাবে তুমি সাহায্য করতে ও সম্মান জানাতে পারো তা ভেবে লেখো :

তোমার চেনা একজন বয়স্ক মানুষের নাম, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি	তাঁর সমস্যাগুলো কী কী	তুমি কীভাবে তাঁকে সাহায্য করবে

বাল্যবিবাহ কখনও নয়

প্রভা ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। ওর দিদি মীনা এইটে পড়ে। হঠাৎ তার বিয়ের একটা সম্বন্ধ এল। একটা রবিবারে মীনার মা বললেন — সামনের শুক্রবার তোমার বিয়ে। কি ভালো হবে বলো!

মীনা অবাক হয়ে বলল— সে আবার কী? আঠারো বছর বয়স না হলে কি মেয়েদের বিয়ে হয়?

মা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন— ওসব কথা বাদ দাও। তখন যদি ভালো পাত্র পাওয়া না যায়?

মীনা মাকে আর কিছু বলল না। প্রভাকে সব বলল। শেষে বলল— আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করব না।

প্রভা বলল— বাবা রাগ করবে। মারতেও পারে।

মীনা বলল— মারলে মারবে। কিন্তু বিয়ে আমি করব না।

সোমবারই স্কুলে গিয়ে বড়দিকে মীনা সব বলল। সঙ্গে গেল প্রভা আর তার বন্ধু রাবেয়া। বড়দি প্রভাকে বললেন— হাতে সময় কম। তোমার বাড়ির লোকরা দিদিকে হয়তো

কাল থেকে স্কুলে আসতে দেবেন না। বাড়িতে কী ঘটে আমাকে জানিয়ো।

রাবেয়া বলল— ওকেও যদি আসতে না দেয়, আমিই সব জানাব।

তারপর বড়দি স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও.)-কে ফোন করলেন, থানায়ও জানালেন।

মীনা বাড়িতে ফিরে শান্তভাবে বলল— মা, আমি এখন বিয়ে করব না। বিয়ের কেনাকাটা বন্ধ করো।

উত্তরে মা বললেন— কাল থেকে তোমার আর স্কুলে যেতে হবে না। আত্মীয়রা কাল থেকেই আসবেন।

মঙ্গলবারে প্রভা আর রাবেয়া স্কুলে গেল। বড়দিকে প্রভা বলল— দিদিকে মা স্কুলে আসতে বারণ করেছেন।

বড়দি সব বুঝলেন। বললেন— আচ্ছা। আমি দেখছি। তুমি ক্লাসে যাও।

বুধবার দুপুরে মীনাদের বাড়িতে স্থানীয় যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (জয়েন্ট বিডিও.) আর থানার দারোগাবাবু

এলেন। মীনাকে আর বাড়ির বড়োদের ডাকলেন। মীনার মা সব সত্যি কথাই বললেন। হয়তো উনি অন্তর থেকে বিয়েটা চাইছিলেন না।

যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বললেন— এ বিয়ে বেআইনি। বিয়ের সব ব্যবস্থা বন্ধ করুন। নাবালিকার বিয়ে দেওয়া যেমন আইনত অপরাধ তেমনি কারো অমতে বিয়ে দেওয়াও অন্যায়। সেই হিসাবে আপনারা দুটো অন্যায় করছিলেন। আর হ্যাঁ, এরপরও ওকে মারা বা বকাও কিন্তু অপরাধ। আমরা পরে আবার খবর নেব।

বাড়িতে পুলিশ আসার খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল।

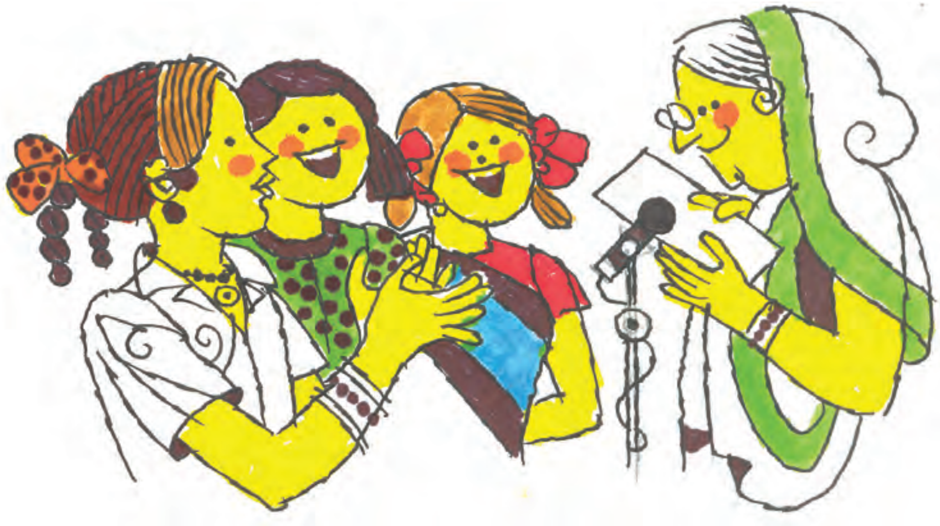

স্কুলের সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা।

পরদিন প্রভাকে ডেকে বড়দি

বললেন— মীনাকে কাল স্কুলে আসতে বলবে। স্কুলের আগের বড়দি সব শুনেছেন। কাল উনি আসবেন। মীনার সঙ্গে আলাপ করবেন। একটা অনুষ্ঠান হবে। মীনার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দেব।

রেখা কালিন্দী, সম্মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী প্রতিভা দেবী সিং পাতিল,আফসানা খাতুন, সুনীতা মাহাতো (রাষ্ট্রপতি ভবন:১৪মে, ২০০৯)

পরদিন। স্কুলে আগের বড়দি এসেছেন। মীনা, প্রভা আর রাবেয়াকে মঞ্চে ডেকে আশীর্বাদ করলেন তিনি। তারপর বললেন —সাহসী হও। এভাবেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করো।

তারপর সকলের দিকে ফিরে বললেন— তোমরা পুরুলিয়া জেলার আফসানা খাতুন, রেখা কালিন্দী, সুনীতা মাহাতোর নাম শুনেছ? এরাও মীনার মতো সাহস দেখিয়ে কম বয়সে বিয়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। এজন্য ওদের রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি ২০০৯ সালের ১৪মে তারিখে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানের একেবারে শেষে স্কুলের বড়দি বললেন--

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রেখা, আফসানা ও সুনীতার লড়াইকে উৎসাহ দিতেই রাষ্ট্রপতি তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ওটাই ছিল এই ধরনের প্রথম অনুষ্ঠান। হয়তো সেই ঘটনায় সাহসী হয়েছে আরও অনেকে। তাই তারপর এই ধরনের লড়াই বেড়ে গেছে। রেখা, আফসানা, সুনীতা এবং তাদের বয়সি আরও অনেকে এখন শিশুদের অধিকার রক্ষা আন্দোলনের কর্মী হয়ে কাজ করছে। ২০১১সালের ৭ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি ভবনে একই ধরনের কাজের জন্য আবার ডাক পায় রেখা, আফসানা ও সুনীতা। এবার তাদের সঙ্গে বীণা কালিন্দী, সঙ্গীতা বাউরি এবং মুক্তি

সুনিতা মাহাতো, বীণা কালিন্দী, সম্মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী প্রতিভা দেবী সিং পাতিল,সঙ্গীতা বাউরি, আফসানা খাতুন, মুক্তি মাঝি (রাষ্ট্রপতি ভবন:৭ডিসেম্বর, ২০১১)

মাঝিও ডাক পায়। রাষ্ট্রপতি তাদের সাহসিকতার জন্য শুভেচ্ছা জানান।

আরো অনেকে আছে যারা শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন করেছে ও করছে। তাদের অনেকেই বিভিন্নজনের কাছে সাহস ও বুদ্ধির স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্যান্য জেলায়ও এমন অনেকে আছে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহারে এমন ঘটনার কথা তোমরা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়েছ।

তবে স্বীকৃতিটাই বড়ো কথা নয়। অন্যায় দেখলে সবসময় তার প্রতিবাদ করবে। কারো বাড়িতে বাল্যবিবাহের সম্ভাবনা দেখলেই স্কুলে জানাবে। আমরা নানাভাবে বাড়ির লোকদের বোঝাব। দেখবে, যাঁরা আজ এই ভুল করছেন, পরে তাঁরাই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ও মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে প্রচার করবেন। সুনীতা মাহাতোদের গ্রাম এর উদাহরণ। সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকেরাও এখন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে প্রচার করছেন।

যাচাই করে তবেই কেনো

একদিন মা চন্দনকে দোকান থেকে তেল আনতে বললেন। চন্দন এক প্যাকেট তেল কিনে এনে দিল। মা প্যাকেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি যেন দেখতে শুরু করলেন। তারপর চন্দনকে বললেন, মনে হচ্ছে এই তেলটা ভালো নয়। প্যাকেটের গায়ে কোথাও আগ মার্কা নেই। তাই তেলটায় ভেজাল থাকতে পারে। যাও এখনই ফেরত দিয়ে এসো। তখন মা চন্দনকে একটা মশালার প্যাকেটের গায়ের আগ মার্কাটা দেখালেন। এবার চন্দন দোকানে গিয়ে আগ মার্কা দেখেই তেলের প্যাকেট কিনে আনল।

পরে মা চন্দনকে বললেন, কেনাকাটার সময় আমাদের সবসময় সচেতন থাকা দরকার। যাতে আমরা ঠকে না যাই। তবে যাই কেনাকাটা করা হোক তার রসিদ নেওয়া দরকার। দেখা দরকার রসিদে যেন জিনিসের নাম, পরিষেবার বিবরণ আর তারিখ থাকে। চন্দন জিজ্ঞাসা করল-মা পরিষেবা কি? মা বললেন-পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও

জ্বালানী সরবরাহ প্রভৃতি সরবরাহ প্রভৃতি একধরনের পরিষেবা। এছাড়া সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা নেওয়াও পরিষেবা। এককথায় যা কিছু টাকার বিনিময়ে কেনাকাটা করা হয় সবই হল পরিষেবা। আর যারা এই পরিষেবা নেয় বা ভোগ করে তারা হল উপভোক্তা।

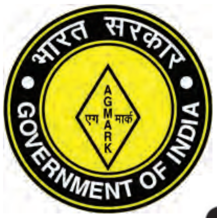
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
AGMARK
एग मार्क

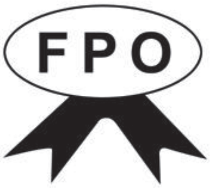

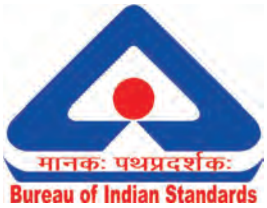
मानकः पथप्रदर्शकः
Bureau of Indian Standards

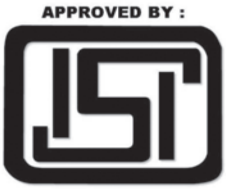
APPROVED BY :
ISI

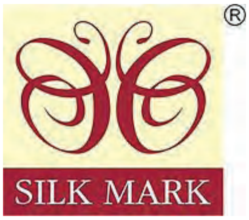

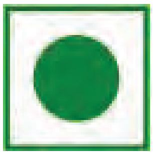

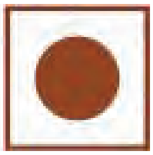

চন্দন বলল, -তার মানে আমি একজন উপভোক্তা। মা বললেন-ঠিক। তাহলে দেখো দোকানদার আমাদের পরিষেবা দিচ্ছেন। তারপর মা চন্দনকে কিছু প্যাকেট আর শিশি এনে দেখালেন। জেলির শিশিতে ভারত সরকারের F.P.O ছাপ দেখালেন। ঘি-এর শিশির গায়ে আগ মার্কা, প্রেসার কুকারের প্যাকেটে ISI ছাপও দেখালেন।

মা বললেন, কোনো জিনিস বা পরিষেবা নিজের ব্যবহারের জন্য দাম দিয়ে আমরা কিনি। কেনার পর জিনিসটার দাম, ওজন, পরিমাপ বা মান নিয়ে ঠকে গেলে বা পরিষেবার ঘাটতি হলে সেটা নিয়ে উপভোক্তা সুরক্ষা আইনে আবেদন করা যায়। চন্দন বলল- আবেদন করলে টাকাও ফেরত দিতে পারে? মা বললেন - হ্যাঁ, একদম তাই। জিনিসটা বদলে দিতে পারে। ক্ষতিপূরণও দিতে পারে। চন্দন বলল -দোকানদার যদি ওজনে কম দেয় তাহলে কোথায় নালিশ করতে পারি মা? মা বললেন - ডিস্ট্রিক্ট কনজ্যুমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল ফোরাম বা সংক্ষেপে জেলা উপভোক্তা ফোরামে। তাছাড়া উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইট থেকেও দরকারি তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তবে তার আগে সবরকম প্রমাণ যোগাড় করে রাখতে হবে। প্রায়ই দেখা যায় যে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে উপভোক্তারা তাদের অভিযোগ ঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে না। তার ফলে যথাযথ প্রতিকারও পান না।

সকলের তরে সকলে
আমরা প্রত্যেকে
আমরা পরের তরে

রাস্তার কলের জল

সাবিনাদের স্কুল বাড়ি থেকে পনেরো- ষোলো মিনিটের হাঁটাপথ। এদিকে অটো চলে না। তিনদিন অসুখের পর সাবিনা স্কুলে যাবে। ওর মা বললেন— চলো। আমি তোমাকে দিয়ে আসি।

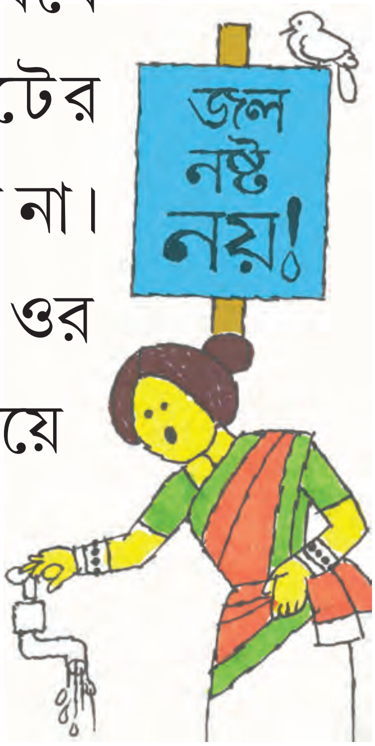

পথে সাবিনা দেখল একটা কল খোলা। জল পড়ে যাচ্ছে। কেউ জল নিচ্ছে না। এরকম কল বন্ধ করে দেয় সাবিনা। সাত-আট মাসের অভ্যাস। সে গেল কল বন্ধ করতে।

মা অবাক হয়ে বললেন— অসুস্থ শরীরে এসব কী?

সাবিনা বলল— মা জল নষ্ট হলে সর্বনাশ। আমরা যখন বড়ো হব তখন খাবার জল পাওয়া কঠিন হবে।

মিনিট দুই হাঁটার পর আবার একটা কল খোলা। সাবিনা আবার গেল। এবারে মা একটু অধৈর্য। বললেন — সবাই কল খুলে রেখে যাবে। আর তুমি সব বন্ধ করবে? কলটা যদি ভাঙা থাকে তাহলে কি মিস্ত্রি ডাকতে যাবে?

সাবিনা বুঝল মা খুব রেগে গেছেন। তাই মুখ নীচু করে বলল— প্রথম প্রথম ভাঙা কল দেখলে খুব কষ্ট হতো। এখন ওইরকম দেখলে বড়দিকে জানাই। বড়দি পৌরসভায় ফোন করে খবর দেন।

সাবিনা চুপ করে হাঁটতে লাগল। ভাবতে লাগল, আর কোনো কল যেন খোলা না থাকে!

কিন্তু হায়! স্কুলের কাছে, রাস্তার শেষ কলটাও খোলা। মায়ের দিকে তাকাল। এবার মা নিজেই কলটা বন্ধ করতে গেলেন। তা দেখে সাবিনার খুব আনন্দ হলো। সে এবার বলল — মা, কবি নজরুল ইসলাম আমাদের কী ভাবতে বলেছেন জানো?

আমরা যদি না জাগি মা
কেমনে সকাল হবে
তোমার ছেলে উঠলে
মাগো রাত পোহাবে তবে।

আমরা সকলে মিলে জল, মাটি, বাতাসের যত্ন করব। সচেতনভাবে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করব। তৈরি করব সুস্থ সামাজিক পরিবেশ। সেই সমাজে কোনোরকম বিভেদ থাকবে না। তফাত থাকবে না ছেলের ও মেয়ের। গায়ের রং বা জীবিকা দেখে কেউ মানুষের বিচার করবে না। গরিব বা বড়োলোক বলে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার হেরফের হবে না। শহর, গ্রাম ও জঙ্গল সব জায়গাতেই সমস্ত মানুষ সমানভাবে সুযোগ-সুবিধা পাবে। সেভাবেই গড়ে উঠবে নতুন সমাজ ও পরিবেশ-ভাবনা।

আমার পাতা-১

এই বই তোমার কেমন লেগেছে?
লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

আমার পাতা-২

এই বই তোমার কেমন লেগেছে?
লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

আমাদের পরিবেশ

পাঠ্যসূচি

১. মানবদেহ

ক) মানবদেহে ত্বকের গঠন ও গুরুত্ব।
খ) ত্বকের উপবৃদ্ধি-চুল, লোম, নখ।
গ) অস্থি, অস্থিসন্ধি, পেশি।
ঘ) মানবদেহের হৃৎপিণ্ড।
ঙ) মানবদেহে বায়ু ও জলবাহিত রোগ (যক্ষ্মা ও কলেরা)

২. ভৌতপরিবেশ: মাটি

ক) মাটির উপাদান।
খ) মাটি ও খাদ্য উৎপাদন।
গ) মাটির ক্ষয়।

ভৌত পরিবেশ: জল

ক) স্থানীয় জলাশয়ের বৈচিত্র্য।
খ) জলাশয়ের মানচিত্র।
গ) জলদূষণ ও শোধন।
ঘ) স্থানীয় ব্যবহার্য জলের উৎসের প্রকারভেদ ও মানচিত্র।
ঙ) মাটির নীচের জল ও তার অপচয়।
চ)জলসংকট।
ছ) আঞ্চলিক জলাভূমি ও জল সংরক্ষণের ইতিহাস।

ভৌত পরিবেশ: জীববৈচিত্র্য

ক) উদ্ভিদ ও প্রাণী।

খ) বন্য ও পালিত জীব।

গ) স্থানীয় উদ্ভিদের খোঁজখবর।

ঘ) স্থানীয় প্রাণীর খোঁজ খবর।

ঙ) মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

চ) স্থানীয় কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকর্ষণীয় আচার-আচরণ।

ছ) স্থানীয় জীবের অবলুপ্তির কারণ।

৩.পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি

ক) পশ্চিমবঙ্গের ভূমিরূপ।

খ) পশ্চিমবঙ্গের বন ও নদী।

গ) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সদর ও অন্যান্য শহর।

৪.পরিবেশ ও সম্পদ

ক) সম্পদ সৃষ্টির উপাদান।

খ) স্থানীয় মানুষের জ্ঞান সম্পদ।

গ) সংস্কৃতির ইতিহাস।

ঘ) আঞ্চলিক মানব ঐতিহ্য।

ঙ) সম্পদের সর্বজনীন ও সমান অংশীদারিত্ব।

৫.পরিবেশ ও উৎপাদন: কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন

ক) কৃষিকাজ পদ্ধতির ইতিহাস।

খ) আঞ্চলিক কৃষি বৈচিত্র্য।
গ) স্থানীয় ভিত্তিক উৎপন্ন ফসল মানচিত্র নির্মাণ।
ঘ) স্থানীয় মাছের বৈচিত্র্য।
ঙ) স্থানীয় মাছের বৈচিত্র ও সংকট।
চ)মাছ ধরার পদ্ধতির ইতিহাস।

৬. পরিবেশ ও বনভূমি

ক) বনের উপাদানসমূহ।
খ) বনের ইতিহাস।
গ) স্থানীয় বনখণ্ড ও তার ইতিহাস।
ঘ) বন্যপ্রাণী সুরক্ষা।

৭. পরিবেশ, খনিজ ও শক্তি সম্পদ

ক) কয়লা ও কয়লা সৃষ্টির ইতিহাস।
খ) কয়লার ব্যবহার ও বায়ুদূষণ।
গ) কয়লার উত্তোলন ও সমস্যা।
ঘ) প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার ও সম্ভাবনা।

৮. পরিবেশ ও পরিবহণ

ক) সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব।
খ) পরিবহণ ব্যবস্থার ইতিহাস।
গ) আঞ্চলিক পরিবহণ মাধ্যমের মানচিত্র নির্মাণ।
ঘ) দূষণ ও পরিবেশবান্ধব পরিবহণ।

৯. জনবসতি ও পরিবেশ

ক) জনসম্পদ ও তার যথার্থ ব্যবহার।
খ) জনসম্পদ ও স্বাস্থ্য।
গ) জনসম্পদ ও শিক্ষা।
ঘ) বৈষম্য ও সমতা।
ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নিরাপত্তা।

১০. পরিবেশ ও আকাশ

ক) সূর্যগ্রহণ।
খ) চন্দ্রগ্রহণ।
গ) চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবীর গতিপথ।
ঘ) জোয়ার ভাটা।
ঙ) সূর্য-সকল শক্তির উৎস।
চ) নক্ষত্র মণ্ডল।

১১. মানবধিকার ও মূল্যবোধ

ক) শিশুর অধিকার।
খ) শিশুশ্রম ও মানবাধিকার।
গ) লিঙ্গ বৈষম্য ও মানবাধিকার।
ঘ) বার্ধক্য ও মানবাধিকার।
ঙ) বাল্যবিবাহ ও মানবাধিকার।
চ) ক্রেতা সুরক্ষা

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

১) প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : মানবদেহ, ভৌত পরিবেশ (মাটি, জল ও জীববৈচিত্র্য)। (পৃ.১—৫৭)

২) দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি, পরিবেশ ও সম্পদ, পরিবেশ ও উৎপাদন। (পৃ.৫৮—১১৩)

৩) তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : পরিবেশ ও বনভূমি, পরিবেশ খনিজ ও শক্তি সম্পদ, পরিবেশ ও পরিবহণ, জনবসতি ও পরিবেশ, পরিবেশ ও আকাশ, মানবাধিকার ও মূল্যবোধ। (পৃ.১১৪—১৭৮)

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
১) সারণি পূরণ	১) অংশগ্রহণ
২) ছবি বিশ্লেষণ	২) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান
৩) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	৩) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য
৪) দলগত কাজ ও আলোচনা	৪) সমানুভূতি ও সহযোগিতা
৫) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ	৫) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ
৭) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন	
৮) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি	
৯) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার একটি নকশা দেওয়া হলো।)

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো। (প্রশ্নের মান - ১)

(i) হৃৎপিণ্ডের শব্দ বোঝা যায় যে যন্ত্রে তা হলো (a) থার্মোমিটার (b) স্টেথোস্কোপ (c) ব্যারোমিটার (d) ফোটোমিটার

(ii) মাছের বাজারে গেলে নীচের কোন মাছটি আর সহজে চোখে পড়ে না (a) রুই (b) বাটা (c) কাতলা (d) ন্যাদোস

(iii) নীচের কোনটি অপ্রচলিত শক্তি (a) সৌরশক্তি (b) জৈব গ্যাস (c) বায়ুপ্রবাহ (d) সবগুলি

(iv) ORS বানাতে নীচের কোনটি লাগে (a) নুন ও জল (b) নুন ও চিনি (c) চিনি ও জল (d) নুন, চিনি ও জল

(v) উত্তর ২৪ পরগনার নদী হলো (a) বিদ্যাধরী (b) কুলিক (c) তোর্সা (d) দামোদর

২. ঠিক বাক্যের পাশে '✓ ' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও। (প্রশ্নের মান - ১)

(i) ট্যাংরা মাছের আঁশ নেই। (ii) সমভূমি অঞ্চলে সিঁড়ির মতো জমি তৈরি করে ধানচাষ করা হয়। (iii) গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তর অংশটার বিরাট বন হলো সুন্দরবন। (iv) আসানসোল-রানিগঞ্জে লোহার খনি দেখা যায়। (v) কয়লার ধোঁয়ায় সালফারের অক্সাইড গ্যাস থাকে না। (vi) আত্রেয়ী নদীর পশ্চিমপাশে অবস্থিত শহর হলো বালুরঘাট। (vii) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জলশোধন করে। (viii) মরা নদী থেকে জলাভূমি তৈরি হয়। (ix) মালভূমির উচ্চতা ২০০ মিটারের বেশি।

৩. বাম ও ডানদিকের স্তম্ভ মেলাও। (প্রশ্নের মান - ১)

বাম দিকের স্তম্ভ	ডান দিকের স্তম্ভ
(i) টাইগার হিল	(a) নরম কাণ্ডের গাছ
(ii) কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত বিস্তৃত হাড়	(b) দার্জিলিং জেলা
(iii) টিয়াপাখি	(c) হিউমেরাস
(iv) কলা ও পেঁপে	(d) বন্যপ্রাণী
(v) শিক্ষক দিবস	(e) সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিন

৪. শূন্যস্থান পূরণ করো। (প্রতিটি শূন্যস্থান পূরণের মান - ১)

১. ত্বকের উপরের স্তরে _____ থাকে না। ২. গাছ সার থেকে _____ , _____ ও _____ উপাদান বেছে নেয়। ৩. সাপ, বেজি

ও চড়াই _____ প্রাণী। ৪. পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যতাই _____ ধারে গড়ে উঠেছিল। ৫. পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ _____। ৬. তিস্তা ও _____ নদীর তীরবর্তী শহর হলো জলপাইগুড়ি। ৭. _____ মোরব্বার শহর। ৮. অলিখিত জ্ঞানসম্পদ সাধারণত _____ সম্পদ। ৯. খুব অল্প বয়সে দুই বন্ধু লড়তেগেছিলেন দেশের জন্য। এঁরা হলেন _____ ও _____। ১০. _____ভারতের সংবিধান রচনা করেছিলেন। ১১. ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের _____ দিবস। ১২. বীরসা মুন্ডা, সিধু ও কানহু, _____ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ১৩. চাষের কাজে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে _____ ব্যবহার করা হয়। ১৪. _____ নদীকে কেন্দ্র করে ডিভিসি তৈরি করা হয়েছিল। ১৫. _____ একটি সামুদ্রিক মাছ। ১৬. _____ শিশুর একটি মৌলিক অধিকার।

৫.একটি বাক্যে উত্তর দাও । (প্রশ্নের মান - ১)

১. শরীরের কোন জায়গার চামড়া খুব পাতলা? ২. চামড়ায় মেলানিন থাকার সুবিধা কী? ৩. হৃদপিণ্ড কীভাবে রক্তকে

মানবদেহের সর্বত্র পাঠিয়ে দেয়? ৪. থুথু থেকে কোন রোগের জীবাণু ছড়ায়? ৫. মাটিতে প্লাস্টিক থাকলে গাছের শিকড়ে কী সমস্যা হয়? ৬. মাটির নীচে পানীয় জল কোন কাজে ব্যবহারের ফলে বেশি নষ্ট হয়? ৭. কলকাতার জলাভূমি কোন নদীর অংশ? ৮. ইঁদুরকে তুমি কেন বন্যপ্রাণী বলবে? ৯. পিঁপড়ে ছাড়া কোন প্রাণী পরিবেশের পরিবর্তন বুঝতে পারে? ১০. বাঁকুড়া জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের কোনদিকে তুমি চিহ্নিত করবে? ১১. কোন জেলায় বেড়াতে গেলে তুমি অজয় নদ দেখতে পাবে? ১২. নদীতীরের কোন সভ্যতার কথা তুমি জানো বা পড়েছ? ১৩. নবদ্বীপ শহর প্রসিদ্ধ কেন? ১৪. তোমার কাছাকাছি অঞ্চলে কোন উৎসব হয়? ১৫. অরণ্য সপ্তাহে কী করা হয়? ১৬. উত্তরবঙ্গের বনভূমি কোন প্রাণীর জন্য বিখ্যাত? ১৭. ঘুনি কী কাজে লাগে? ১৮. পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ কখন দেখা যায়? ১৯. মুখ্য কোটাল ও গৌণ কোটাল কী? ২০. কোন অতিকায় প্রাণী পৃথিবী থেকে

বিলুপ্ত হয়ে গেছে? ২১. খুব সম্প্রতি শিশুদের কোন মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে?

৬.দুই-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও। (প্রশ্নের মান - ২)

১. গোড়ালির চামড়া পুরু হয় কেন? ২. ফোসকা কীভাবে পড়ে? ৩. চামড়ার রং দেখে মানুষের ভেদাভেদ এক ধরনের অপরাধ—ব্যাখ্যা করো। ৪. গায়ে রোদ লাগলে ভালো কেন? ৫. নখের যত্ন না নিলে কী কী সমস্যা হতে পারে? ৬. রক্তাল্পতার দুটি লক্ষণ উল্লেখ করো। ৭. মানুষের শরীরে দুটি জায়গার নাম লেখো যেখানে বড়ো ও ছোটো হাড় দেখা যায়। ৮. হাড় ভালো রাখা যায় কীভাবে? ৯. জিভের পেশি কী কী কাজ করে? ১০. যক্ষ্মা রোগ কী কী ভাবে ছড়ায়?১১. মাটির অস্বাভাবিক উপাদানের উৎস কী? ১২. লেন্স কী? ১৩. বিভিন্ন মাটির জলধারণের ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন কেন? ১৪. মাটির পুষ্টিতে কোন কোন খনিজ উপাদান খুব গুরুত্বপূর্ণ ও কেন? ১৫. পাথর ফেটে কীভাবে মাটি তৈরী হয়? ১৬. ভূমিক্ষয়ের ফলে প্রধান

সমস্যাগুলি কী কী? ১৭. জলে কী কী ভাবে নোংরা এসে পড়ে? ১৮. জলশোধনের নানা পদ্ধতিগুলির নাম বলো। ১৯. মাটির নীচে জল আসার পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করো। ২০. ব্যবহৃত জলকে কী কী কাজে আবার ব্যবহার করা যায়? ২১. জলাভূমির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২২. সমাজজীবনে জলাভূমির গুরুত্ব কী? ২৩. কে বন্য আর কে পোষা—তুমি কী করে বুঝবে? ২৪. গাছ চিনলে কী কী সুবিধা তুমি পেতে পারো? ২৫. তোমার জানা ঝোপ-জঙ্গলের কয়েকটি বন্যপ্রাণীর নাম লেখো। ২৬. চিংড়িকে মাছের থেকে কোন কোন বৈশিষ্ট্য দিয়ে আলাদা করা যায়? ২৭. পিঁপড়ের আচরণের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করো। ২৮. তোমার দেখা দুটি প্রাণীর আকর্ষণীয় আচরণ উল্লেখ করো। ২৯. শকুনের সংখ্যা হঠাৎ খুব কমে যাওয়ার কারণ কী কী? ৩০. তোমার অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ৩১. কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের বেশি ব্যবহারে কোন কোন জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেতে পারে বলে

তোমার মনে হয়? ৩২. রাঢ় অঞ্চলের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য কী? ৩৩. বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ মানুষ কীভাবে করেছিল? ৩৪. উত্তরবঙ্গের জঙ্গলের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো যেগুলো পশ্চিমদিকে গেলে দেখা যায় না? ৩৫. বিষ্ণুপুর শহরকে কেন্দ্র করে কোন কোন সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে? ৩৬. পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন শহর কৃষিবাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত? ৩৭. প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষ কী কী সম্পদ তৈরিতে ব্যবহার করেছে তা দুটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৩৮. সমাজ সংস্কারে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার অবদান কী কী? ৩৯. রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরকে আমরা আজও স্মরণ করি কেন? ৪০. ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের লড়াইয়ের দুটি ঘটনা উল্লেখ করো। ৪১. চাষের কাজ কীভাবে শুরু হয়েছিল? ৪২. আধুনিক চাষে কী কী পরিবর্তন ঘটছে? ৪৩. ডিভিসি করার ফলে কী সুবিধা ও সমস্যার সৃষ্টি হলো? ৪৪.পঞ্চায়েত কীভাবে লুপ্তপ্রায় মাছ বাঁচাতে পারে?

৪৫.তোমার এলাকায় জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করা হলে ভবিষ্যতে কী কী সমস্যা হতে পারে? ৪৬. কয়লা ও পেট্রোলিয়াম কীভাবে তৈরি হয়? ৪৭. কয়লাখনিতে ধসের ভয় কীভাবে কমানো যেতে পারে? ৪৮. জলের স্রোত থেকে কীভাবে বিদ্যুৎ তৈরি হয়? ৪৯. সূর্যের শক্তিকে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে কীভাবে কাজে লাগাই? ৫০. অপ্রচলিত শক্তি কোনগুলো এবং কেন? ৫১. ট্রেন চালানোর সময় চাকা ঘোরানো কীভাবে শুরু হয়েছিল? ৫২. ট্রেনে চড়ে যাতায়াতের ফলে কী কী সুবিধা পাওয়া গিয়েছিল? ৫৩. অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভেঙে গেলে কী কী সমস্যা হতে পারে? ৫৪. তোমার অঞ্চলে বৈষম্যের কোন কোন ঘটনাতুমি দেখেছ তা উল্লেখ করো। ৫৫. ভূমিকম্পের ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে? ৫৬. সূর্যগ্রহণের সময় কতরকম ঘটনা ঘটে? ৫৭. জোয়ারের কারণ কী কী? ৫৮. সূর্যের আলো ঠিকমতো না পেলে গাছের কী কী সমস্যা হয়? ৫৯. ‘ছেলে ও মেয়েরা নানাকাজ সমানভাবে

করে ও করতে পারে'--- উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৬০. বাল্যবিবাহের কোনো ঘটনা তুমি জানতে পারলে কী করবে?

৬১. তোমার জানা বা দেখা দুটি ঘটনা উল্লেখ করো যেখানে তোমার বয়সি শিশুদের শ্রম অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হয়।

৭. নীচের বিষয়গুলো সম্পর্কে পাঁচ-ছয়টি বাক্য লেখো বা বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করো। (প্রশ্নের মান - ৩)

১. মানুষের চামড়ার গঠন। ২. মানবদেহের বিভিন্ন হাড় ৩. জীবাণু ও ফুসফুসের অসুখ। ৪. ভূমিক্ষয়। ৫. নানা ধরনের জলাশয়। ৬. বৃষ্টির জল ধরে রাখার নানা প্রচলিত পদ্ধতি। ৭. জলাভূমির গুরুত্ব ও সংরক্ষণ। ৮. বিভিন্ন প্রাণীর আকর্ষণীয় আচার-আচরণ। ৯. পরিবেশের নানা পরিবর্তন ও জীবের সংখ্যাহ্রাস। ১০. পশ্চিমবঙ্গের ভূমিরূপের বৈচিত্র্য। ১১. বঙ্গভঙ্গ। ১২. নদীমাতৃক সভ্যতা। ১৩. সুন্দরবনের মানুষদের জীবিকা। ১৪. দক্ষিণবঙ্গের নদী। ১৫. উত্তরবঙ্গের বনভূমি। ১৬. মুর্শিদাবাদ শহরের অতীত কথা। ১৭. হাওড়া শহরের শিল্পের কথা। ১৮. তমলুক ও অতীতদিনের

ব্যাবসা-বাণিজ্য। ১৯. শৈলশহর দার্জিলিং ও টয়ট্রেন। ২০. খড়গপুরের রেলস্টেশন। ২১. পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ। ২২. তোমার জানা অলিখিত জ্ঞানের কথা। ২৩. স্মরণীয় সমাজ সংস্কারক। ২৪. সাধারণতন্ত্র দিবস। ২৫. স্বাধীনতা দিবস। ২৬. পরিবেশ দিবস। ২৭. চাষের নানা যন্ত্রপাতি। ২৮. পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ফসল। ২৯. লুপ্তপ্রায় মাছ। ৩০. বনের ব্যবহার। ৩১. বন সমীক্ষা। ৩২. তোমার জানা লুপ্তপ্রায় প্রাণী। ৩৩. বাঘের সংখ্যাহ্রাস ও সংরক্ষণ। ৩৪. কয়লা সৃষ্টির আদি কথা। ৩৫. পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি ও কয়লার উত্তোলন। ৩৬. প্রচলিত জ্বালানি ও তার ভবিষ্যৎ। ৩৭. বিকল্প শক্তি ও তার ব্যবহার। ৩৮. নানা ধরনের জলযান। ৩৯. ট্রেন চলাচলের আদি কথা। ৪০. নানাধরনের বৈষম্য। ৪১. আয়লা ও সুন্দরবনের সমস্যা। ৪২. ভূমিকম্প ও সাবধানতা। ৪৩. শিশুশ্রমের নানা ক্ষতিকারক প্রভাব সমূহ। ৪৪. সমাজের নানা ধরনের লিঙ্গবৈষম্য। ৪৫.বার্ধক্যের সমস্যা ও তোমার ভূমিকা। ৪৬. লিঙ্গবৈষম্য ও বাল্যবিবাহ রোধে তোমার ভূমিকা।

শিখন পরামর্শ

মুখবন্ধ

স্বাগত, বন্ধুরা। আসুন, আমরা সবাই মিলে শিশুদের বৃহত্তর পরিবেশ চেতনা গড়ে তোলার চেষ্টা করি।

যে পরিবেশে শিশু বড়ো হয়ে উঠছে সেই পরিবেশই তার শিক্ষার প্রাথমিক ও মৌলিক ভিত্তি। সেই পরিবেশ সম্পর্কে তার আরও ভালো বোধ গড়ে ওঠা দরকার। পাশাপাশি যথার্থ সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলায় নিজেদের যৌথভূমিকা সম্পর্কে প্রত্যেকের নিজস্ব বিচার-বিবেচনা গঠন ও বিকাশ আবশ্যক। তবেই সে ভৌত ও জৈব পরিবেশ যথাযথ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারবে।

শিশু পাঠক্রমের প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ-শিক্ষার তৃতীয় ধাপে পৌঁছেছে। তার পরিবেশ চর্চা ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যশিক্ষা ইত্যাদি বিষয় খণ্ডিত না হয়ে সমগ্রতার সূত্রে গাঁথা থাকবে এই ধাপ পর্যন্তই। বিষয় নিরপেক্ষভাবে কৌতূহল মেটাতে মেটাতেই সে যেন ভবিষ্যতের বছরগুলোয় আলাদাভাবে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ চর্চার জন্য প্রস্তুত হয় তার প্রতি লক্ষ রাখাও আমাদের কর্তব্য। তাই তাকে ছোটো ছোটো ও মজার পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাজ ও পরিবেশের বিশ্লেষণ শুরু করার উৎসাহ দিতে হবে এখন থেকেই।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা - ২০০৫ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনায় উদবুদ্ধ হয়ে আমরা শিশুকে সক্রিয় শিক্ষার্থী বলে মনে করেছি। কথা বলার অধিকার পেলেই তারা চারিপাশের পরিবেশ থেকে আহৃত নানা বিষয়ে তাদের জ্ঞানের কথা বলবে। স্বাধীন চিন্তার পরিসরে নিজেরাই জ্ঞান বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবে ।

শ্রেণিতে শিশুদের শিক্ষণীয় বিষয়ের বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হতে পারে। তাই তাদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের বেশিটাই উপস্থিত সকলের জানা হয়ে যাবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা শুধু সজাগ থাকবেন যে তাদের আলোচনা যেন কোথাও আটকে না যায়। তেমন সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি আলোচনাটার একটু সূত্র ধরিয়ে দেবেন মাত্র। এই বইয়ের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় একজন শিক্ষক/ শিক্ষিকা সেই ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের ভূমিকাটা দেখে নিলেই সমগ্র আদলটা স্পষ্ট হবে।

শিশুকেন্দ্রিক ও শিশুবান্ধব শিক্ষার এই ধারায় আমরা অভ্যস্ত হলেই শ্রেণিকক্ষে শিশুর মন ভয়শূন্য হবে। স্বশিখন (Self learning)-এর দিকে এগিয়ে যাবে প্রতিটি শিশু। এভাবে নতুন দিগন্ত খুঁজে নেবে শিশুর শিক্ষা।

নিজের শরীরের ত্বক থেকে বৃহত্তর পরিণত পরিবেশ-চেতনায় উত্তরণ

মানুষের ত্বক নিয়ে গল্প শুরু হয়েছে বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায়। সেখান থেকেই পদে পদে শিশুরা আবিষ্কার করবে, তাদেরই কেউ না কেউ, নানা বিষয়, সম্পর্কে কত জানে। নখ টিপে, চিমটি ধরে এমন করে নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান তাদের উদবুদ্ধ করবে। মানুষের শরীরের চামড়া কতটা পুরু, নখের কী ভূমিকা, শরীরে কতগুলো হাড় থাকতে পারে এসব বিষয়ে। নিজেরা সন্ধান করার সুযোগ পেলে **শিশুরা** সে সুযোগ কাজে লাগাবে বলেই মনে হয়।

আমাদের কী বুঝতে হবে? নিজেদের শরীরের হাড় গুনে দেখার চেষ্টা করে যদি কেউ বুঝতে পারে যে শরীরে হাড়ের সংখ্যা ১৫০ থেকে ২৫০-এর মধ্যে তাহলে তার সেই বোধ, শরীরে ২০৬টা হাড় আছে— এই মুখস্থবিদ্যার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

বইয়ের প্রথম ১৮ পৃষ্ঠায় মানুষের ত্বক, নখ, চুল-লোম, হৃৎপিণ্ড, রক্ত, অস্থি-অস্থিসন্ধি, মাংসপেশি আর জীবাণুঘটিত রোগের সন্ধান করার সময় পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও দলগত আলোচনা শুরু হয়ে যেতে পারে পুরোদমে। আপনি (শিক্ষক/শিক্ষিকা)পাশে থাকবেন আলোচনার হাল ধরে থাকবেন। যদিও সরল ভাষায় বই লেখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও যারা ভালোমতো পড়তে শেখেনি তাদের একটু অসুবিধে হবে। সেখানে আপনি সাহায্য করবেন। বইয়ের নানা চরিত্রে তাদের অভিনয় করার সুযোগ করে দেবেন। ক্রমে তারা প্রথমে কথা বলায় ও কিছু পরে পড়ায় সাবলীল হয়ে উঠবে।

আর একটা কথা। প্রসঙ্গত এখানে যক্ষ্মার জীবাণু ও চিকিৎসার ইতিহাস বিষয়ে কিছু কথা আছে। শিশুরা উৎসাহিত হয়ে কলেরা বা অন্য অসুখ নিয়ে জানতে চাইলে তাদের হতাশ করবেন না। গ্রন্থাগারে বা ইনটারনেটে এসব বিষয়ে তথ্য অতি সুলভ। দেখে বলে দেবেন। জানিয়ে দেবেন যে আপনি দেখে নিয়েই বললেন। নানা তথ্য মুখস্থ রাখাটা শিক্ষা নয়। প্রয়োজন মোতাবেক তথ্য

সংগ্রহ করার শিক্ষা এখান থেকেই শুরু হোক।

১৯ থেকে ২৭ পৃষ্ঠায় আলোচ্য বিষয় মাটি। বিভিন্ন ধরনের মাটি, মাটির যত্ন, ফসল, ভূমিক্ষয় প্রভৃতি অংশে আলোচনা এগিয়েছে। আগের অধ্যায়ে যদি সংকোচে ও জড়তার বাঁধ ভেঙে থাকে তবে বইয়ের গন্ডি ছাড়িয়ে নানা স্বাধীন উদ্যোগ নেবে ছাত্রছাত্রীরা। আপনি উদ্যোগ নেবেন তাদের সংকোচ কাটানোর।

মাটি প্রসঙ্গে আলোচনায় এখানে একটু সিমেন্টের ইতিহাস এসেছে। নানা অঞ্চলের মাটির কথাও একটু এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিরূপের বিষয় পরে আছে। তবে সারের ইতিহাস জানতে চাইলে আবার একটু গ্রন্থাগারে বা ইনটারনেটে দেখে নেবেন। শহরের ছাত্রছাত্রীরা ধান চাষ বিষয়ে হয়তো জানে না। জানতে চাইলে আপনি হতোদ্যম করবেন না। নিজে জেনে নিয়ে একটু ভালো করে বোঝাবেন।

২৮ থেকে ৪৫ পৃষ্ঠায় জলের আলোচনার প্রথম দিকেই জলাশয় মানচিত্রের কথা আছে। একটা জায়গার বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য মানচিত্র বিষয়ক ধারণা খুব দরকার। এই ধারণা শুধু পরিবেশ-চর্চা নয়, পরে ভূগোল ও ইতিহাস-চর্চাকে অনেক সহজ, আনন্দময় ও প্রাণবন্ত করবে। যারা ২০১২ সাল পর্যন্ত ‘পুরোনো ধাঁচে’ পড়াশোনা করেছে তারা এবিষয়ে হয়তো সচেতন নয়। ঘরের মানচিত্র, পাড়ার মানচিত্র ইত্যাদি দিয়ে শুরু করে তাদের এই বিষয়ে উৎসাহ দেবেন।

পানের জন্য এবং অন্য বিভিন্ন কারণে জল কত গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা এবং শিশুদের জল ব্যবহারের হদিশ দেওয়ার মাধ্যমে সামাজিকভাবে জল ব্যবহারের বিষয়ে অভ্যাস বদলাতে উৎসাহিত করা বর্তমান পাঠক্রমের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। অদূর অতীতে যে, পুকুরের জল পান করত মানুষ এই ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে। সচেতন না হলে অদূর ভবিষ্যতে পানের জন্য মাটির নীচের জল পাওয়া যাবে না, এটা বোঝানোর জন্যই এসব বলা। আশা, জল বিষয়ে যেসব কাজ দেওয়া আছে সেগুলো করলে একথা তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে। তাই প্রতিটি অংশের শেষে দেওয়া কাজগুলো করায় ও দলগতভাবে অংশ নেওয়ায় তাদের বিশেষ উৎসাহ দেবেন।

জীববৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৪৬ থেকে ৬১ পৃষ্ঠায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নিয়ে গড়ে ওঠা জীবজগতের সঙ্গে মানিয়ে মানুষ কীভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে পারে তা নিয়ে নিরীক্ষা আর আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিন। সাপ বা বিশেষ কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ নিয়ে কেউ উৎসাহী হলে তাদের হতাশ করবেন না। শহরের ছাত্রছাত্রীদের দুই-একটা কাজ ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক উপাদানের লভ্যতা বা বৈচিত্র্যের সাযুজ্য অনুসারে বদলে দিতে হলে দেবেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচয় নিয়ে আলোচনা আছে ৬২ পৃষ্ঠা থেকে ৮৩ পৃষ্ঠায়। মানচিত্রে কীভাবে বিভিন্ন উচ্চতা বোঝানো হয় তা খুব সহজে বোঝার জন্য ৬৩ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সব ছাত্রছাত্রীদের নিজের কাছাকাছি অঞ্চলের উঁচু-নীচু ভূমিরূপ দেখে মানচিত্র আঁকায় উৎসাহ দিন। প্রয়োজনে সাহায্য করুন। বিভিন্ন অঞ্চলের নদনদী, ভূমিরূপ, বন একসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে প্রকৃতির এই তিন উপাদান সম্পর্কে বুঝতে সুবিধা হবে। এক্ষেত্রে সম্পর্ক বোঝাটাই দরকার, মুখস্থ করা নয়। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতা বলে স্বীকৃত অঞ্চলের কথাও বলা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ থেকে প্রত্যেকে তার নিজের কাছাকাছি অঞ্চলের অতীত ইতিহাস খোঁজ করায় উদ্যোগী হলে ভালো। তাদের এবিষয়ে উৎসাহ দিন। শহর বিষয়ের আলোচনাও মুখস্থ করার জন্য নয়। মানচিত্রে জায়গাটা খুঁজুক। সেখান থেকে তার নিজের চেনা জায়গা কত দূরে এসব ভাবুক। এগুলোই বাস্তবসম্মত ও জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা।

পরিবেশ ও সম্পদ বিষয়ে সাধারণ আলোচনা আছে ৮৪ থেকে ৯৭ পৃষ্ঠায়। সম্ভাব্য প্রসঙ্গ ধরে নানারকম গল্প করে বোঝানো হয়েছে যে মানুষের জ্ঞান এবং সংস্কৃতিও সভ্যতার সম্পদ। নানা আলোচনা ও স্থানীয় বিষয়ে খোঁজখবর করে শিশুমনে এসব বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে। স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে এসব সন্ধান তার মনে ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণার জন্ম দেবে। আপনি কর্মপত্রগুলি নিয়ে ভাবায় ও সেগুলি পূরণ করায় তাদের উৎসাহ দিন।

৯৮ থেকে ১১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কৃষিজ সম্পদের আলোচনায় কৃষির ইতিহাস ও মাছচাষ নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। কিছুটা অনেক দূরের ইতিহাস। কিছুটা অদূর অতীতের ইতিহাস। পাশাপাশি অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতির কথাও বলা হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই না করে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া পরিবেশ-চর্চার আধুনিক ও উন্নততর ভাবনা। ইতিহাস-চর্চার

মাধ্যমে অতীত জেনে এই মানিয়ে নিতে শেখার কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। এই অংশে মুখ্যত ধানচাষকে কেন্দ্র করেই আলোচনা আবর্তিত করা হয়েছে। এরপর অঞ্চলভিত্তিক বৃষ্টিপাত, নানা কৃষি উৎপাদনের কথা এসেছে। নিজের কাছাকাছি অঞ্চলে কী হয় তা দেখায় উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কর্মপত্রগুলিও সেই অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থানীয় কৃষিসম্পদ বিষয়কে বিস্তৃতভাবে অথচ সংক্ষেপে বোঝার উপায় ফসল মানচিত্র। এটা বুঝতে পারলে নিজের এলাকার ফসল মানচিত্র তৈরি করায় ছাত্রছাত্রীরা সকলেই উৎসাহ পাবে।

তারপর মাছের কথা। জীববৈচিত্র্য প্রসঙ্গেও মাছের কথা ছিল। তার পরবর্তী ধাপ থেকেই এখানে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার পরিবেশের যে পরিবর্তন করছে তাতে মাছের কী সমস্যা হচ্ছে তা বোঝানো হয়েছে। যারা উৎসাহী তাদের আরও বোঝাতে পারলে ভালো হয়। মানুষ অনেক আগে থেকেই মাছ ধরত। মাছ ধরার উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা সেই ইতিহাস বিষয়ে ধারণা দেবে। এখন অন্য সব প্রাণী শিকার করা আইনবিরুদ্ধ। কেবলমাত্র মাছ শিকার করারই অনুমতি আছে। সেই অনুমতির অপব্যবহার করা উচিত নয়। এটা বোঝা দরকার। তাই মাছ নিয়ে এত কথা।

এরপর ১২০ থেকে ১২৮ পৃষ্ঠায় বন, বনজ সম্পদ এবং বন্য পশু নিয়ে সাধারণ আলোচনা। সুস্থ পরিবেশের জন্য যতটা বন দরকার আমাদের রাজ্যে বনের পরিমাণ তার অর্ধেকেরও কম। কিন্তু কাছাকাছি অন্য জায়গায় বন আছে বলেই আমরা সবাই মারাত্মক শ্বাসকষ্টে ভুগি না। শহুরে সভ্যতার দিকে অবিবেচকভাবে ছুটে যাওয়ার ফলে এই সমস্যা হয়েছে। ছোটোবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের এই সমস্যা উপলব্ধি করা দরকার। এই লক্ষ্যে তাদের যাতে বন সম্পর্কে আগ্রহ গড়ে ওঠে তেমন করে এই অংশটি নির্মিত হয়েছে। আপনি উৎসাহ দিলে তারা বন দেখতে যাবে। বনের ইতিহাস জানবে। তাদের মনে বন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে।

১২৯ থেকে ১৩৭ পৃষ্ঠায় খনিজ সম্পদ ও শক্তিসম্পদ নিয়ে আলোচনা। কয়লাকে উদাহরণ হিসাবে নিয়ে খনিজ বিষয়ে শিশুর যথাসম্ভব স্পষ্ট ধারণা গঠন করার চেষ্টা হয়েছে। দেখবেন বইয়ের ছাত্রছাত্রীদের কথোপকথন পড়ার পর কেমন করে কয়লা তৈরি হয়ে থাকতে পারে সেবিষয়ে শিশুরা ভাবার উদ্যম পাবে। আপনি চেষ্টা করবেন তাদের প্রাসঙ্গিক কৌতূহল মেটাতে। প্রয়োজনে আপনি নিজেও একটু ওয়াকিবহাল থাকবেন। খনি থেকে কয়লা তোলার ফলে পরিবেশের কী সমস্যা হতে পারে তা বুঝতে না পারলে টেকসই উন্নতির (Sustainable development) ধারণা গঠন সম্ভব নয়। এবিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিয়ে শিক্ষার্থীদের শেখায় সাহায্য করবেন। অধিকাংশ শিশুই কয়লা ব্যবহারের ফলে বায়ুদূষণের কথা জানে। এই ধারণা একটু বিস্তৃত করার জন্য কিছু আলোচনা আছে। শক্তির উৎস হিসাবে যেগুলো বেশি প্রচলিত সেগুলো ক্রমে ফুরিয়ে যাবে। তার বদলে সরাসরি সৌর ও অন্যান্য অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার বিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা গড়া দরকার। এবিষয়ে এখানে আলোচনা সীমিত। প্রয়োজনে আপনি প্রসঙ্গ ধরে আরও গল্প করবেন।

এরপর ১৩৮ থেকে ১৪৮ পৃষ্ঠায় যানবাহন। যানবাহনের ইতিহাস ও বর্তমান নিয়ে আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখা হয়েছে। আপনি কথোপকথনের মাধ্যমে সেই আলোচনা আরও বাড়িয়ে নিয়ে গেলে খুব ভালো হয়। বর্তমানে যানবাহন প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে পরিবহণ মাধ্যমের মানচিত্র দেখানো হয়েছে। আপনি সাহায্য করলে নিজেদের কাছাকাছি অঞ্চলের পরিবহণ মানচিত্র আঁকায় শিশুরা উৎসাহী হবে। এভাবে মানচিত্র গঠন ও ব্যবহারে তাদের দক্ষতা বাড়বে। পরবর্তী পর্যায়ের বিষয়ভিত্তিক পরিবেশ শিক্ষার মান উঁচু করার বনিয়াদ গড়ে উঠবে। ভবিষ্যতে পরিবেশ-বান্ধব পরিবহন ছাড়া টেকসই উন্নতি হতে পারে না। এই ধারণা গঠনে আপনি আরও অনেক আলোচনা করার সুযোগ পাবেন।

১৪৯ থেকে ১৫৮ পৃষ্ঠায় সুস্থ সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য, স্বাস্থ্যসচেতনতা, বৈষম্য ও সমতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়গুলো সংক্ষেপে এসেছে। এসব বিষয়ে এই বয়সে প্রাথমিক ধারণা জন্মানো সম্ভব এবং দরকার। একথা মনে রেখে এই অংশের অবতারণা। আপনিও সেভাবেই দেখবেন এই অংশটাকে।

১৫৯ থেকে ১৭১ পৃষ্ঠায় আকাশ ও পরিবেশ অধ্যায়ে এসেছে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ারভাটা, সূর্য ও নক্ষত্রদের নিয়ে আলোচনা। সব আলোচনাই একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত গেছে। বিশেষত, জোয়ারভাটার আলোচনা। এনিয়ে এর বেশি আলোচনা এই পর্যায়ে সম্ভব নয়। অন্য বিষয়ে যদি কেউ আরো জানতে চায়, যতদূর সম্ভব কথোপকথনের ভিত্তিতে এগিয়ে যাবেন।

সবশেষে ১৭২ পৃষ্ঠা থেকে ১৮০ পৃষ্ঠায় মানবাধিকার ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ের শিক্ষা পুরো বইতেই নানা স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে, বিভিন্ন পাঠ-এককে তা অঙ্গীভূত আছে। তবু শিশুর অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে আলাদাভাবে আবার আলোচনা করা হয়েছে বইয়ের শেষ ছয় পৃষ্ঠায়। বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় শিশুরা আছে। একেকজন একেকভাবে এইসব সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে চলেছে । যার যেটা নিজস্ব অভিজ্ঞতা সেটা নিয়েই সে বেশি ভাববে ও বুঝবে। শিশুর অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক সেই ভাবনাকেই আমরা সম্মান জানাব। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি নতুন দায়বদ্ধতা নিয়ে শিখনের পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হবে, শিশু এই আশা প্রকাশিত হয়েছে। তারপর নতুন পরিবেশ আর সমাজ ভাবনায় উদ্দীপিত শিশুর আনন্দ-উচ্ছ্বাসের চিত্র দিয়ে শেষ হয়েছে বই।

উপসংহার

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ জীবনকেন্দ্রিক, শিশুকেন্দ্রিক ও শিশুবান্ধব শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানগঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দময় সম্পর্ক স্থাপন করে তাড়নাহীন ও পীড়নহীন শিক্ষার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই বইয়ের পথ চলা।

চারপাশের পরিবেশ থেকে যে ধারণা নিয়ে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে তা থেকে জ্ঞানগঠন হতে গেলে সবচেয়ে বেশি দরকার কার্যকর প্রশ্নোত্তর। শিশু যদি তার ধারণা প্রকাশ করার জন্য আন্তরিকভাবে আগ্রহী ও মনোযোগী হয় এবং নির্ভয়ে কথা বলতে পারে তবেই সে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উপযুক্ত প্রশ্ন করতে পারবে। বন্ধুদের প্রশ্নের সামনে নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ধারণা প্রকাশ করতে পারবে। এই বইতে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা ও উত্তর দেওয়ার যে অসংখ্য নমুনা সে পাবে তাতে এই বিষয়ে তার দক্ষতা বাড়বে।

প্রাথমিকভাবে কারো একথা মনে হতে পারে যে পাঠ্যবইতে প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে আলোচনা করায় অনেক বেশি কথা আসছে। সরাসরি বিষয়ের ঘনীভূত সারাৎসার লিখে দিলে কম পড়ে বেশি শেখা হতো। কিন্তু সেকথা সত্য হলে এতদিনে অনেক ভালো শিক্ষা হতো। শিশুরা ওইধরনের সারাৎসার কেবল মুখস্থ করতে পারে। বিশেষ কিছু শিখতে পারে না। খুব ভালো নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম কমই।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা - ২০০৫-এ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো ঃ শিক্ষার্থীর বিষয়কে পাঠ্যপুস্তকের সীমার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ না রাখা। তার জন্য প্রয়োজন হল অনুসন্ধান। সেই সন্ধানই তাকে উৎসাহ দেবে বইয়ের বাইরের জগতে গিয়ে খুঁজতে।

এই বিষয়টা বিশেষভাবে মনে রেখে এই বইয়ের পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ করায় শিশুদের নানাভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের আশা বিষয়ের সমগ্রতা, তত্ত্ব ও কাজের মেলবন্ধন, খোলামেলা গল্পের আবহাওয়া শিশুর অনুসন্ধিৎসু মনের উন্নয়ন ঘটাবে। আপনারা কাজ করতে গিয়ে সাফল্য পাবেন এবং আরও উৎসাহিত হবেন।

প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে আনন্দময় সম্পর্ক স্থাপন করে তাড়নাহীন, পীড়নহীন শিক্ষার দিকে আমরা এগিয়ে যাব, শতবর্ষেরও বেশি আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া দিকদর্শন নিয়ে।

বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কর্মপত্র রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা ওই কাজগুলো কীভাবে সম্পন্ন করছে আপনি সেগুলি নথিভুক্ত করুন। এবং তার ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করুন। এভাবেই হতে পারে শিক্ষার্থীর নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন (CCE)। তবে লক্ষ রাখতে হবে, বই-এ দেওয়া সাল, তারিখ, স্থান/অঞ্চলগুলি মুখস্থ করা থেকে শিক্ষার্থীরা যেন বিরত থাকে।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্নরকম পারদর্শিতা বুঝতে প্রতিটি পাঠের পর দেওয়া কর্মপত্র নানাভাবে আপনার কাজে লাগবে। শিশুরা আলোচনায় ও পরীক্ষা করায় কীভাবে অংশ নিচ্ছে দেখবেন। কে কী লিখছে দেখবেন। কারোর লেখা ভুল বলবেন না। তবে যা দেখছেন সে বিষয়ের তথ্য আপনি সংরক্ষণ করবেন। কীভাবে সংরক্ষণ করবেন তা আপনারা ভাবুন। নিজের স্কুলের ও বিভিন্ন প্রতিবেশী স্কুলের সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন। প্রথমে পারদর্শিতার কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নিন। সেই বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণে অভ্যস্ত হওয়ার পর আরো কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নিন। এভাবে আপনাদের পর্যবেক্ষণ সংবলিত যে নথি তৈরি হবে তা শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।